R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
। দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

গঙ্গা ভাঙন বিভাগের টেণ্ডার স্থগিত, হাইকোরটের ইনজাংসন, বিভাগীয় কর্তাকে কোরটে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাইকোরটের ইনজাংসনের ফলে গঙ্গা ভাঙন বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ শাখায় চার কোটি টাকার টেণ্ডার স্থগিত হয়ে গেছে। হাইকোরট বিভাগীয় কর্তাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা ইঞ্জিনীয়ারিং কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের আবেদনক্রমে এই ইনজাংসন জারী করা হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, ধুলিয়ান এবং জলঙ্গীতে ১৯৯৫-৯৬ সালের স্থায়ি এবং গঙ্গা-পদ্মা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধে নদীর স্পার মেরামত ও পিচিং ইত্যাদি কাজের জন্য গঙ্গা ভাঙন বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ শাখায় চার কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। ৩০ জানুয়ারী ছিল টেণ্ডার জমা দেওয়ার শেষ দিন। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদাররা রঘুনাথগঞ্জে উপস্থিত হন টেণ্ডার জমা দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে রঘুনাথগঞ্জের এক ঠিকাদারের বাড়ীতে স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে প্ল্যান, এষ্টিমেট, পেপার ভাগ-বাঁটোয়ারা ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে অফিসের দুষ্টচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন টেণ্ডার জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তাঁদের গ্রুপের টেণ্ডারই গৃহীত হয়। খবরটি ফাঁস হয়ে যায় এবং ঠিকাদারদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা ইঞ্জিনীয়ারিং কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন তাঁদের জন্য কুড়ি শতাংশ কাজের সংস্থান আইনগতভাবে রাখার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়রকে বারংবার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁদের অনুরোধে আমল না দিয়ে দুষ্টচক্র গোপন বৈঠকের প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য সক্রিয় হয়। বাধ্য হয়ে সমবায় সংস্থাটি হাই-কোরটের দ্বারস্থ হয়। হাইকোরট ইনজাংসন জারী করে বিভাগীয় কর্তাকে আদালতে হাজিরের এবং সমবায় সংস্থাটির জন্য কুড়ি শতাংশ কাজ সংরক্ষণ রাখার নির্দেশ দেন।

খবরে আরো প্রকাশ, বিভাগীয় এষ্টিমেটারের বিরুদ্ধে ঠিকাদাররা সবচেয়ে বেশী সচ্চার হয়েছেন। এষ্টিমেটার ওভারশিয়ার পদের লোক। তিনি নাকি দুষ্টচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের ভাইকে কাজের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার ফন্দী আঁটেন। যার ফলশ্রুতি ওই গোপন বৈঠক। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (৩য় পৃষ্ঠায়)

বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুরোধে কোর্ট বয়কট উঠে গেল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারী থেকে চপলকুমার পাণ্ডার প্রথম মুনসেফ কোর্ট বয়কট আইনজীবীরা প্রত্যাহার করে নিলেন। গত ২৪ জানুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি শ্যামল সেনের চেম্বারে এক বৈঠকে এই বয়কট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ বৈঠকে পঃ বঃ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিদ্যুৎকিরণ মুখার্জী, সহকারী রেজিষ্ট্রার পি. কে. সেন, মুর্শিদাবাদ জেলার বিচারপতি এ. এন. এইচ ভাডাশ, জঙ্গিপুর বার কাউন্সিলের সভাপতি, সম্পাদক ও একজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাণ্ডাকে যত শীঘ্র সম্ভব জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে বদলি করা হবে—এই প্রতিশ্রুতিতেই বয়কট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

ভয়াবহ লোডশেডিং চলছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সমগ্র পঃ বঙ্গের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ শহরেও দিনে রাতে প্রায়ক্ষণই লোডশেডিং চলায় জনজীবনে দুর্দশা নেমে এসেছে। এদিকে সরবরাহ বিভাগের দৌলতে কেরোসিনও অমিল। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে রেশন একেবারে বন্ধ। বিদ্যুৎ বিভাগ জানাচ্ছেন এনটিপিসি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করায় এই অবস্থা। ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডিহি থেকে যেটুকু বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে তাই পর্যায়ক্রমে সব জায়গাকে ভাগ করে দিতে হচ্ছে। এই লোডশেডিং করা হচ্ছে সেনট্রাল লোড ডেসপাচ (C. L. D) এর নির্দেশক্রমে।

রাস্তার পরিধি কমে ট্রাক বাস দুর্ঘটনা বাড়ছে

ধুলিয়ান ঃ ৩৪নং জাতীয় সড়ক সংস্কারের জন্য রাস্তায় পাথরের চিপস্ ফেলা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পরিধি কমে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনা ঘটছে। গত ২৯ জানুয়ারী ধুলিয়ানের টি, বি হাসপাতালের সামনে রাস্তা পার হতে গিয়ে সুজীব দাস (১১) ও নসীব সেখ (১৭) এক চলন্ত ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে ঘটনা-স্থলে মারা যায়। ট্রাকের নং ডাব্লু বি কিউ ১১২১। সেদিনই সকাল ৮-৩০ মিঃ নাগাদ ৩৪নং জাতীয় সড়কে চাঁদের মোড়ে একটি চলন্ত ট্রাক পাশের চায়ের দোকানে ধাক্কা দেয়। ফলে চায়ের দোকানে বসে থাকা রাজনীতি রায় (১৫) এবং নাম না জানা একটি মেয়ে (১৮) ঘটনাস্থলে মারা যায়।

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ সংস্কারের বলি ॥

অন্ধ সংস্কার এমন একটা বিষয়, যাহা কোন যুক্তি, কোন ন্যায়-অন্যায়বোধ মানে না। মানুষ নির্বিকারচিত্তে তাহার বশবর্তী হইয়া থাকে এবং ইহার প্রভাবে কখনও কখনও অন্যায় অনৈতিক কার্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত কোনও বাসনা পূরণের ইঙ্গিত সে পায় অথবা তাহার কোনও মঙ্গলের হাতছানি সে দেখিতে পায়। তাই অন্ধভাবে সে উক্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া বিবিধ অপকর্ম করিয়া থাকে। সে কার্য সমাজের অনুশাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া থাকিলেও মানুষ বেপরোয়া হইয়া যায়। ইহার জন্য তাহাকে যে মূল্য দিতে হয়, তাহার গুরুত্ব সে ভাবিয়া দেখে না।

সম্প্রতি পি টি আই প্রদত্ত একটি সংবাদ একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এই যুগে কল্পনা করা যায় না। একটি দম্পতি সন্তান কামনায় একটি শিশুর প্রাণবলি ঘটাইয়াছে।

প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, কন্যাকুমারীর নিকটস্থ কারুঙ্গল নামক স্থানের এক দম্পতি বিবাহের নয় বৎসরের মধ্যে কোনও সন্তানাদি লাভ করে নাই। তাহারা জনৈক গুণিনের পরামর্শ লাভ করে যে, যদি তাহারা কালীমন্দিরে একটি শিশুকে বলিদান দেয়, তবে তাহারা সন্তানের জনক জননী হইবে। সন্তানলাভের উদগ্র কামনার বশবর্তী হইয়া উক্ত দম্পতি তাহাদের প্রতিবেশীর এক শিশুকন্যাকে হরণ করিয়া কালীমন্দিরে বলি দেয়। খবরে প্রকাশ, ঘটনাটি ৩১ ডিসেম্বর ঘটে। পুলিশ তদন্ত করিয়া উক্ত ঘটনার জেরে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য সন্তানলিপ্সু দম্পতির কী শাস্তি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ অন্ধসংস্কারের দাসত্ব হইতে এখনও মুক্তি পায় নাই, ইহা স্পষ্ট। এক সময় ছিল যখন তন্ত্রসাধকেরা সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নরবলি দিত। তাহা লোকসমাজের অগোচরে অত্যন্ত গোপনে করা হইত। সন্তানহীনা রমণী প্রথম সন্তান হইলে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিবার মানত করিতেন এবং ঘটনাক্রমে সন্তান হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, বা দেবতার রোষের ভয়েই হউক, আত্মজকে জলে বিসর্জন দিতেন। সে হতভাগিনী হয়ত আর জননী হইতে পারিতেন না; কিন্তু সন্তানবতী হিসাবে তাঁহার সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। মুখে একবার উচ্চারণ করিলেও শিশুকে বিসর্জন দিতে হইত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় এইরূপ সংস্কারের এক মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলিয়াছেন। আগেকার দিনে সতীদাহ প্রথায় এইরূপ সংস্কারাচ্ছন্নতার বিষয় থাকিলেও তাহা কিছুটা সমাজের লোভজনিত নির্মমতার পরিচয় বহন করে।

সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা যায়। আর ওই মৌলবাদের শিকার হইয়া মানুষ সর্বপ্রকার কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মৌলবাদীর প্রভাবকে এখনও দূর করিতে পারে নাই। তুক্‌-তাক্‌, গুণিনের তথা মৌলবাদীর নির্দেশ মানুষ তাহার শুভবুদ্ধির উদ্রেক না হওয়া পর্যন্ত মানিয়া চলিবে এবং তাহার ফলে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তির পরিসমাপ্তি হইবে না।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বাড়ালা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রসঙ্গে

গত ৬ই জানুয়ারী '৯৭ বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের ৮০তম বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের খবর পেলাম। এটা ত ঠিকই যে ১৯৯৪ সালে বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি (৭৫ বৎসর পূর্তি) পালন করা হয়েছে। যেটুকু জানি মানুষের বয়সের সংশোধনী বাড়ানো বা কমানো কোর্ট এফিডেভিট মারফৎ করা সম্ভব হয়। বাড়ালা স্কুলের বয়স ৭৮ অথবা ৮০! যদি ৮০ হয় তবে কোন সংশোধনী বলে বিদ্যালয়ের বয়স বাড়ল ? জনসাধারণের বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক নিরসনের উদ্দেশ্যে এই চিঠির অবতারণা।

শ্রী কৃতকীকুমার পাল
জঙ্গিপুর
২০-১-৯৭

বিষয় ঃ বালুর চড়ে পার্ক একটি প্রস্তাব

জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি সমীপেষু—

গত ১৬ জানুয়ারী বালুর চড় প্রস্তাবিত পার্ক বিতর্কে জনমত যাচাই এর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় নিমন্ত্রিত বক্তারা ছিলেন সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি। ছিলেন অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। আশা ছিল এই তালিকায় থাকবে দু'একজন ক্রীড়াসংগঠক বা ক্রীড়াব্যক্তিত্বের নাম যারা তাদের ক্রীড়ামনন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করবেন, প্রস্তাব রাখবেন—পক্ষে অথবা বিপক্ষে। কারণ, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার কাজে একজন ক্রীড়াবিদের অবদান একজন শিক্ষক কিংবা একজন রাজনৈতিক নেতার অবদানের থেকে কিছু কম নয়। তাই সমাজের ভালমন্দের সামাজিক কোন আসরে ক্রীড়াজগতের মানুষেরা আজ আর ব্রাত্য নয়।

পার্ক গড়তে টাকা আসবে পর্যটন দপ্তর থেকে। এক কাজের টাকা অন্য কাজে ব্যয় করা যায় না, সুতরাং পার্ক হবে। হবে পিকনিক স্পট, টয়ট্রেন আরও নানান বিনোদনের আয়োজন। এর সাথে হোক একটি অফিসিয়্যাল স্পোর্টস প্র্যাকটিস এরিনা তৈরী হোক পার্কের পাশ দিয়ে দুটি ট্র্যাক, একটি স্যাণ্ড ট্র্যাক ও একটি গ্রাস ট্র্যাক। আধুনিক ক্রিড়া-বিজ্ঞানের মতে যে কোন খেলার খেলোয়াড়দের অনুশীলনে কনডিশনিং ট্রেনিং একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে স্যাণ্ড ট্র্যাকের কোন বিকল্প নেই, তাছাড়া খেলোয়াড়দের নানা ধরনের আঘাত কিংবা অপারেশনের পর আগের ফিটনেস ফিরে পেতে স্যাণ্ড ট্রেনিং অপরিহার্য। গ্রাস ট্র্যাক ব্যবহার হবে হাঁটা, জগিং বা দৌড়নর জন্য। খেলোয়াড়দের ক্লান্তি, ফর্টলেক ট্রেনিং ইত্যাদি বাদ দিলেও আজকের স্বাস্থ্য সচেতন সাধারণ মানুষের কাছে হাঁটা, জগিং আর ফ্যাসান হিসেবে নেই। সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে শহরের দু'পারের সকল বয়সের পুরুষ মহিলারা আজ নিয়মিত হাঁটছেন—জনবহুল রাস্তায় বাস-ট্রাকের পোড়া ধোঁওয়ায় ফুসফুস ভর্তি করে। তাই হাঁটুক তারা সবুজের সমারোহে কলুষ মুক্ত বাতাসে নানা রঙের ট্র্যাক স্যুটে ঝলমল করুক সবুজ দ্বীপ। তৈরী হোক একটি জিমনাসিয়াম যেখানে শরীর চর্চায় মাতবে আমাদের তরুণ খেলোয়াড়ের দল। মাননীয় পুরপতি, আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে পুর-এলাকার খেলাধুলার মান ক্রমাগত নিম্নগামী। বিক্ষিপ্ত কিছু নিয়মমাফিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছাড়া আমাদের ক্রীড়াচর্চার পরিবেশ প্রায় বিলুপ্তির পথে। ক্রীড়াপরিকাঠামো বলতে আমাদের কিছুই নেই। স্পোর্টস-কমপ্লেক্স বা ষ্টেডিয়াম আমাদের কল্পনার বাইরে প্রায়। তাই পার্ককে সামনে রেখে নতুনভাবে গড়ে উঠুক আমাদের ক্রীড়াচর্চার পরিবেশ—যেখানে নিজ নিজ ক্লাবের সংকীর্ণতা ভুলে আমাদের তরুণেরা স্বাদ পাবে এক নতুন ধরনের অনুশীলনের। পার্কের সাথে যুক্ত হোক একটি মিনি স্পোর্টস কমপ্লেক্স যেটি পার্কের মূল বাজেটে খুব একটা আঘাত করবে না বলেই বিশ্বাস।

বাবলু ব্রহ্ম
প্রাক্তন ব্লু ও রাজ্য প্রতিনিধি

সংযুক্ত কিষাণসভার বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ জানুয়ারী সংযুক্ত কিষাণসভার এক বিক্ষোভ মিছিল স্থানীয় হাসপাতাল মোড় থেকে শহর পরিক্রমা করে বিডিও রঘুনাথগঞ্জ ১ এর কাছে ডেপুটেশন দেয়। এই বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন আরএসপির যুবনেতা সুজিত বসু। পঞ্চায়েত এর দুর্নীতি, টাকা নয়ছয়, হিসাব না দেওয়া প্রভৃতি নিয়ে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও অফিসের সামনে বক্তব্য রাখেন প্রদীপ নন্দী, নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সহ-সভাধিপতি জানে আলম মিয়া প্রমুখ। ডেপুটেশনে অংশ নেন থানা সম্পাদক অনিল মণ্ডল, কানুপুরের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল, জিয়াসুর রহমান, নিত্যনারায়ণ ঘোষ, সুজিত বসু প্রমুখ।

গঙ্গা ভাঙন বিভাগের (১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি এই এষ্টিমেটারের ক্রীড়নক। ফলে করার এষ্টিমেটার করেন, বিভাগীয় কর্তার নাকি কিছুই করার থাকে না। ফরাক্কা ব্যারেজের কোন টেণ্ডার বার হলে কড়াকড়ির জন্য ঠিকাদার পাওয়া যায় না; অথচ গঙ্গা ভাঙন বিভাগের টেণ্ডার বার হলেই দুষ্ট-চক্রের ঠিকাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একতরফা টেণ্ডার গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবার মুর্শিদাবাদ জেলা ঠিকাদার সংস্থা টেণ্ডার বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের রক্ষার জন্য বরাদ্দের বেশীর ভাগ টাকা এভাবে ভাগ হয়ে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। ফি-সন বন্যা হয়। প্রতিবাদে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষও এবার সরব হয়েছেন। তাঁরা চাইছেন, বরাদ্দের সম্পূর্ণ টাকা সঠিক কাজে সঠিকভাবে ব্যয় করা হোক।

পাত্র চাই

পাত্রী পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, সুমুখশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ২২ বৎসর। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। স্থানীয় পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

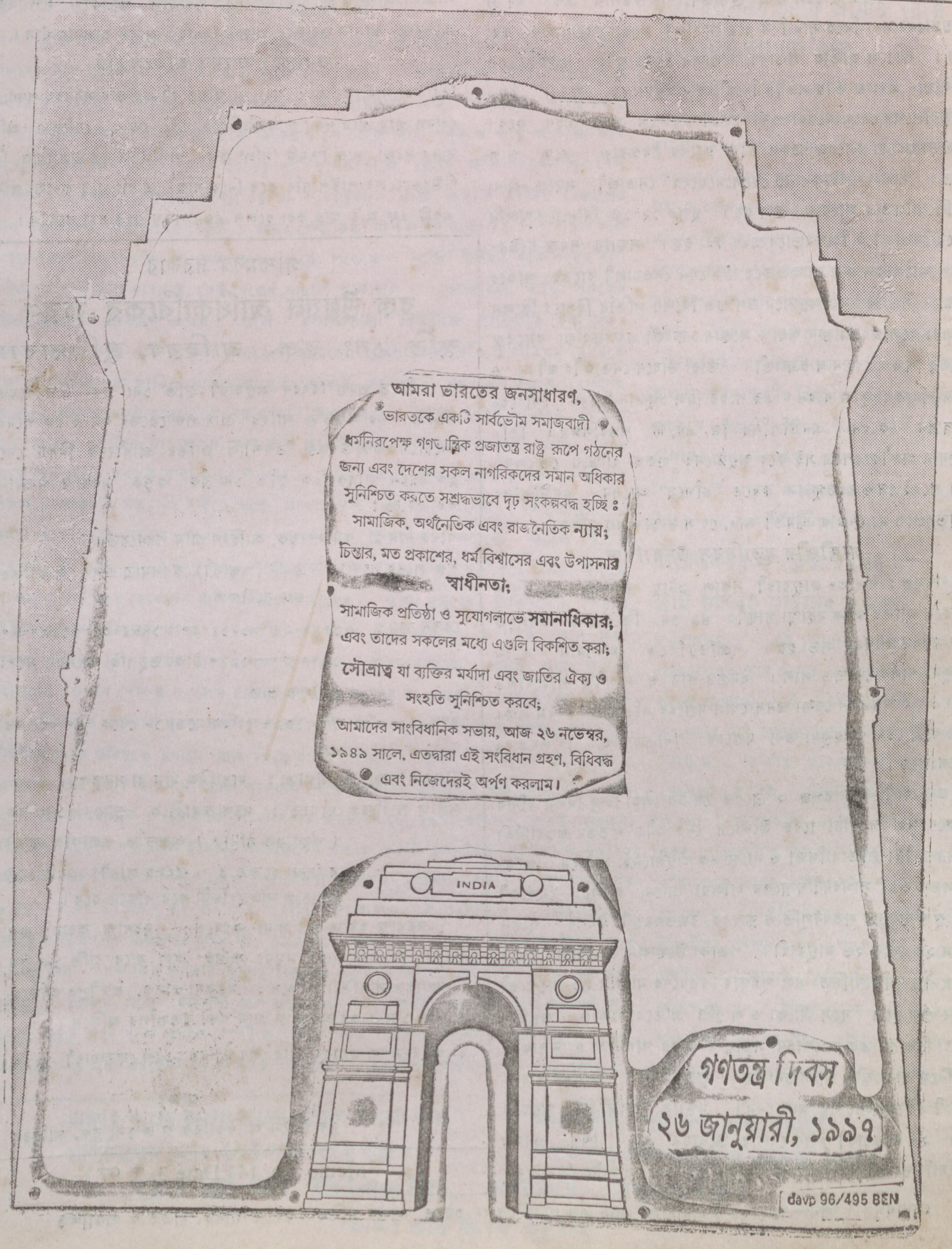

দিকে দিকে নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালন

সাধন দাস : গত ২৩ জানুয়ারী লবণচোয়া বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে লবণচোয়া রজনী সংঘে সারাদিনব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। সকালে প্রভাতফেরী, দুপুর ১২-১৫ তে শংখধ্বনি এবং বিকেলে আবৃত্তি, বসে আঁকো, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুফল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফতুল্লাপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক সুধীরকুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ দাস, প্রভাসচন্দ্র দাস এবং ডি এন কলেজের অধ্যাপক সাধনকুমার দাস। সন্ধ্যায় মশাল দৌড় এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কল্যাণ পাল, ফরাক্কা : গত ২৩ জানুয়ারী ফরাক্কার এনটিপিসির টাউনশিপ ফিলড হোষ্টেল তথা শুভারুণ, শিশুতলায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারাদিন ধরে নেতাজী জন্মোৎসব পালন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। টাউনশিপের ছেলেমেয়েরা প্রভাতফেরী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া ফরাক্কা ব্যারেজ 'তরুণ তীর্থ' ক্লাবের সদস্যরাও এতে অংশ নেয়। সকাল দশটায় ছোট ছেলেমেয়েদের নেতাজী সম্বন্ধে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দুপুর ১২-১৫ মিনিটে শঙ্খধ্বনি দিয়ে নেতাজীকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সমস্ত টাউনশিপ আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঠিক যেন দেওয়ালী রাতের আকার নেয়। সন্ধ্যার সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্তোষ চক্রবর্তী এবং ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলের শিক্ষক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। তাঁরা ভাষণে নেতাজীর জীবন ও আদর্শের কথা তুলে ধরেন। এর পরেই ছিল চক্ষুদান শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন এনটিপিসির জি, এম, টি, শঙ্করলিঙ্গম। তিনি চক্ষুদান অঙ্গীকারপত্রে সই করে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলেন। এর পরেই স্বেচ্ছায় চক্ষুদান করতে এগিয়ে আসেন এনটিপিসির ডিভিসন্যাল ম্যানেজার শ্রীমতী আর, বোস ছাড়াও বহু মহিলা।

গান্ধীজীর মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপিত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ জানুয়ারী সকাল ৯টায় জঙ্গিপুর এস ডি ও অফিসে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ৪৯ তম তিরোধান উপলক্ষে এক সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংগীত পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা জনসংযোগ দপ্তরের সক্রিয়তা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি মহকুমা তথ্য দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তাও বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ছোটকালিয়া হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে অরবিন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে নেতাজীর শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রামে বালিয়া নেতাজী সংঘ সুভাষচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তি ও ক্লাবের রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করেন ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী। পতাকা উত্তোলন ও মনিগ্রাম থেকে রাস্তাদৌড় প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ২৩ জানুয়ারী উৎসব শুরু হয়। বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে এক আলোচনা সভায় ভারতের স্বাধীনতা ও নেতাজীর স্বপ্ন নিয়ে ভাবগম্ভীর আলোচনা হয়। যুগ্ম বিডিও বাসুদেব রায়-চৌধুরী এই আলোচনায় অংশ নেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৪ জানুয়ারী কৃষাণ মেলার উদ্বোধন এবং শিল্প কর্মের প্রতিযোগিতা ও রাইবেশে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় নাটক 'গদাইয়ের মৃত্যু' মঞ্চস্থ হয়। ২৫ জানুয়ারী এক দিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা, ২৬ জানুয়ারী প্রভাতফেরী, সীমিত ওভারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, বিকালে আলোচনাচক্রে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিডিও অজয়কুমার ঘোষ।

'পূর্বাভাস' পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ সাহিত্য আড্ডা

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : পূর্বাভাস ত্রৈমাসিক পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হল গত ১২ জানুয়ারী ফরাক্কা কলেজে। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী সাহিত্য আলোচনায় স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ করেন ২৭ জন কবি ও সাহিত্যিক। মালদা—মুর্শিদাবাদের ৩০ জন কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। ফরাক্কা 'শিল্পনগরী' পাক্ষিকের সহযোগিতায় এই সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিক নির্মাল্য চক্রবর্তী সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পার্থপ্রতিম ঘোষাল। ফরাক্কার বুকে এই ধরনের উন্নতমানের সাহিত্য আড্ডার আয়োজনের জন্য 'পূর্বাভাস' পত্রিকার সম্পাদককে অভিনন্দন জানান ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন।

ফরাক্কা পঞ্চায়েত অফিসে চুরি

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : গত ১৪ জানুয়ারী ফরাক্কার সর্ববৃহৎ পঞ্চায়েত বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে চুরি হয়। চোরেরা অফিস ঘরের দরজা ভেঙ্গে তিনটি সিলিং ফ্যান, প্রায় তিন কুইন্টাল গ্রিল, কিছু টিউবওয়েলের পাইপ চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ফরাক্কা থানায় একটি এফ আই আর করা হলেও এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের করণ

সুতি ১নং ব্লক, আহিরণ, মুর্শিদাবাদ

নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সুতি ১নং ব্লক (পঞ্চায়েত সমিতি) এর অন্তর্ভুক্ত আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক পদের নিয়োগের জন্য উপযুক্ত তপশীলি জাতির প্রার্থীদের নিকট থেকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, সুতি ১নং ব্লক কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

পদের নাম : কর্ম-সহায়ক, আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েত।

শূন্য পদের সংখ্যা : একটি (অস্থায়ী) কেবলমাত্র তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত।

বেতন ক্রম : ১০৪০-২৫—১২১৫-৩০—১৪৮৫-৩৫—১৫৯০-৪০ ১৬৭০-৫০—১৯২০ টাকা তদুপরি প্রদেয় মতো প্রচলিত ভাতা।

বয়স : ১-১-১৯৯৭ তারিখ মতো ১৮ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক মান বা সমতুল।

অন্যান্য আবশ্যিক যোগ্যতা : দরখাস্তকারীকে সুতি ১নং ব্লক (পঞ্চায়েত সমিতি) অন্তর্ভুক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। তৎসহ স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রী করে থাকতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে। দরখাস্ত করার জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্রের নমুনা সংগ্রহ করা যাবে সুতি ১নং ব্লক (পঞ্চায়েত সমিতি) অফিসে; মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর অফিসে ও সুতি ১নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অফিসে।

* আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

স্বাক্ষর

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুতি ১নং ব্লক, আহিরণ

(Memo No. 144 Date 3. 2. 97)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।